ব্যাংক ব্যবস্থার প্রাথমিক পরিচিতি
Introduction to Banking System

ইউনিট ১

ভূমিকা

ব্যাংক ব্যবসায় একটি পুরাতন ব্যবসায়। এ ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি হলো অর্থ (টাকা, ডলার ইত্যাদি)। অর্থকে কেন্দ্র করে ব্যাংকিং ব্যবসা আবর্তিত হয়। অর্থের প্রচলন শুরু হওয়ার পর থেকেই ব্যাংক ব্যবসায়ের শুরু। মধ্যযুগে ইহুদী ব্যবসায়ীরা এক পক্ষের কাছ থেকে কম সুদের বিনিময়ে অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহণ করত এবং অন্য পক্ষের কাছে এই অর্থ অপেক্ষাকৃত বেশি সুদে ধার হিসেবে দিত। এর মধ্য দিয়েই ব্যাংক ব্যবসার জন্ম হয়। কিন্তু বর্তমানে ব্যাংক ব্যবস্থা শুধু আমানত নেওয়া ও ঋণ দেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ব্যাংক-ড্রাফ্ট্, চেক, পে-অর্ডার, ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন নতুন বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন নিষ্পত্তির মাধ্যমে ব্যাংক এখন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সব দেশে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বর্তমান যুগে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল ভিত্তিই হলো শিল্প ও বাণিজ্য। আর এই শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা অপরিসীম। এ ইউনিট থেকে আপনি ব্যাংকের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, কার্যাবলি, গুরুত্ব, ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন। এবার তাহলে আসুন, ইউনিটটি শেষ করি এবং বিষয়গুলো জেনে নিই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-১.১ : ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।
পাঠ-১.২ : ব্যাংকের শ্রেণিবিন্যাস, প্রকৃতি ও কার্যাবলি ।
পাঠ-১.৩ : ব্যাংকের গুরুত্ব।
পাঠ-১.৪ : বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ।

মুখ্য শব্দমালা	ব্যাংক, ব্যাংকার, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা।

পাঠ-১.১ ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
Origin and Evolution of Bank

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ব্যাংকের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করতে পারবেন।

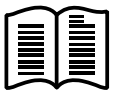

ব্যাংকের সংজ্ঞা (Definition of Bank)

ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেটি এক পক্ষের কাছ থেকে আমানত হিসাবে অর্থ জমা রাখে এবং অন্য পক্ষকে আমানতি অর্থ থেকে ঋণ দেয়। ব্যাপক অর্থে, ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান (Financial Intermediary) যা আমানত গ্রহণ করা, ঋণ দেওয়া এবং ঋণ ও অর্থ সৃষ্টি করাসহ বিভিন্ন ধরনের আর্থিক কাজ সম্পন্ন করে। ব্যাংকের সাধারণ অর্থ জানা হলো। এবার আসুন, অন্যদের দেওয়া কয়েকটা সংজ্ঞা জেনে নিই:

Cairncross-এর মতে, ব্যাংক একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান, যেটি ধার ও ঋণের ব্যবসায় করে (A bank is a financial intermediary, a dealer in loans and debts). Chambers আরো ব্যাপকভাবে ব্যাংকের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: ব্যাংক একটি কার্যালয় বা প্রতিষ্ঠান যার কাজ হলো অর্থ গ্রহণ, ঋণদান এবং বিনিময় কার্যাদি সম্পন্নকরণ (A bank is an office or institution for the keeping, lending and exchanging of money)। ১৯৪৯ সালে ভারতীয় ব্যাংক আইন অনুসারে, ব্যাংক হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা ঋণ দেওয়া বা বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে জনগণের কাছ থেকে আমানত হিসেবে অর্থ গ্রহণ করে, যে অর্থ চাহিবামাত্র বা অন্যভাবে ফেরত দিতে হয় এবং যা চেক, ড্রাফ্ট্ বা অন্যভাবে উঠিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকে।

উপরের সংজ্ঞাগুলোর ভিত্তিতে বলা যায়, ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা বিভিন্ন ব্যাংক-হিসাব (Bank Account)–এর মাধ্যমে কম সুদে আমানত সংগ্রহ করে এবং ঐ অর্থ বেশি সুদে অন্য পক্ষকে ঋণ দিয়ে মুনাফা অর্জন করে।

ব্যাংকিং-এর সংজ্ঞা (Definition of Banking)

সাধারণভাবে, ব্যাংকের অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলিকে ব্যাংকিং বলে। প্রশ্ন হলো, ব্যাংকের কাজ কী? চলতি, সঞ্চয়ী ও মেয়াদি হিসাবে অর্থ গ্রহণ করা, গ্রাহকদের চেক গ্রহণ করা, দাবী পরিশোধ করা, ঋণ দেওয়া, বিলবাট্টা করা, গ্রাহকদের অর্থ একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরে সাহায্য করা ইত্যাদি ব্যাংকের কাজ। এ সকল কাজই সমষ্টিগতভাবে ব্যাংকিং নামে পরিচিত। এ বিষয়ে ব্যাংকিং আইনের সংজ্ঞাটি জেনে নিই। ১৯৪৯ সালের ভারতীয় ব্যাংকিং আইনের ৫(১) ধারা অনুযায়ী, ঋণ মঞ্জুর বা অর্থ বিনিয়োগ করা, জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করা এবং চাহিবামাত্র বা অন্য কোন অবস্থায় তা উত্তোলনের সুযোগ প্রদান করাই হলো ব্যাংকিং (Banking means the accepting, for the purpose of lending or investment of deposits or money from the public, re-payable on demand or otherwise, and withdrawable by cheque, draft, order or otherwise)।

পরিশেষে বলা যায় যে, আমানত গ্রহণ, ঋণ দেওয়া, চেক পরিশোধ করা, বিলবাট্টা করা, অর্থ স্থানান্তর করা, ঋণ ও বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা, মক্কেলের মূল্যবান দ্রব্য ও দলিল সংরক্ষণ করা, মক্কেলের বিলের স্বীকৃতি দেওয়া, আমানত হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ করাসহ ব্যাংকের যাবতীয় কাজকে একসাথে ব্যাংকিং বলা হয়। নিচে একটি ছকের সাহায্যে ব্যাংক এবং ব্যাংকিং-এর সম্পর্ক বোঝানো হলো:

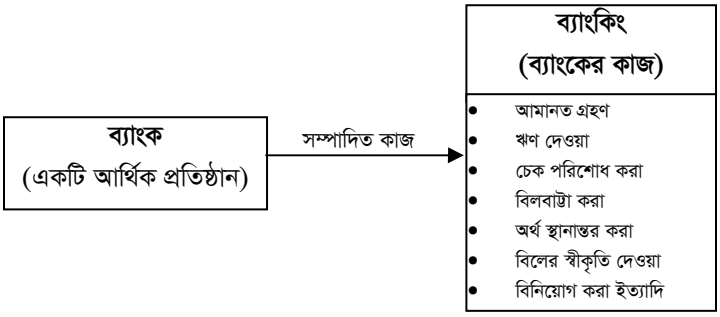

সুতরাং, ব্যাংক হলো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এ প্রতিষ্ঠানের কাজগুলোই হলো ব্যাংকিং। ব্যাংক যখন অন্য কোন ব্যক্তির কাজ করে, তখন ব্যাংক সে ব্যক্তির ব্যাংকার হিসেবে অভিহিত হয়। ধরুন, আপনি সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে যাবতীয় লেনদেন করেন। তাহলে সোনালী ব্যাংকটি হলো আপনার ব্যাংকার। বাংলাদেশ ব্যাংক যেহেতু সরকারের কাজ করে, সে কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক হলো সরকারের ব্যাংকার।

ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ (Origin and Evolution of Banks)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বিনিময় প্রথা চালু ছিল। অর্থাৎ পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বেচা-কেনা হতো। পরে মুদ্রার প্রচলন ঘটে। প্রাচীনকালে মুদ্রার প্রচলন শুরু হলেও ব্যাংক ব্যবস্থার ধারণাটি জন্ম নেয় পরে। প্রথমদিকে কিছু মানুষের কাছে রক্ষিত অতিরিক্ত অর্থের নিরাপত্তার প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং অন্য কিছু মানুষের ঋণ আকারে অর্থের প্রয়োজন হয়। এ ধরনের বিপরীতমুখী চাহিদার সমন্বয়ে ব্যাংকিং-এর জন্ম হয়। সে সময় মহাজন বা উপাসনালয়ের (মূলত চার্চের/মন্দিরের) পুরোহিতরা একপক্ষ থেকে অর্থ নিয়ে সঞ্চিত রাখত এবং অপরপক্ষকে তা ঋণ আকারে দিত। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে, যুগের ধারাবাহিকতায় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের ফলে ব্যাংক ব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশ ঘটে। তাই ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশকে এই তিনটি বিষয়ের আলোকে নিচে বর্ণনা করা হলো। যেহেতু সভ্যতার বিবর্তনের সাথে ব্যাংক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, সে কারণে সভ্যতার সাথে সংগতি রেখে ব্যাংকের ইতিহাস বর্ণনা করা হলো।

১। সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ব্যাংক ব্যবস্থা

ক) সিন্ধু সভ্যতা (The Indus Civilization): খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে সিন্ধু সভ্যতার সময় গ্রীস, রোম ও মিসরে ব্যবসায়িক লেনদেনের প্রচলন ছিল। এ সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোন ব্যাংক ছিল না। তবে অনানুষ্ঠানিক ব্যাংক ব্যবস্থা ছিল, যেখানে আমানত গ্রহণ, ঋণ দেওয়া ও বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল।

খ) ব্যাবিলনীয় সভ্যতা (The Babilonian Civilization): এ সময়ে উপাসনালয়গুলো মানুষের কাছে বিশ্বস্ত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় উপাসনালয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। জনগণ বাড়তি অর্থ-সম্পদ নিরাপত্তার জন্য উপাসনালয়ের পুরোহিতদের কাছে জমা রাখত। কারণ, তখন পুরোহিতগণ সমাজের সৎ ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং উপাসনালয়গুলোতে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। পুরোহিতগণ জনগণের সঞ্চিত অর্থ জমা রাখতেন এবং অভাবগ্রস্থ মানুষদের সহযোগিতার জন্য ঋণ দিতেন। এসময় জমা রসিদ, চেক বই, নোটস ইত্যাদির প্রচলন ছিল। ব্যাবিলনীয় সভ্যতার পর বৈদিক সভ্যতার উত্থান ঘটে।

গ) বৈদিক যুগ (The Vedic Civilization): হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ ও মনুতে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে ১০০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কালে ভারতীয় উপমহাদেশে আমানত গ্রহণ ও ঋণ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ধর্মীয় আদেশ-নিষেধের উল্লেখ রয়েছে। এ সময় ব্যাংকের লেনদেন দিন দিন প্রসার লাভ করে। তবে তখনো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়নি।

ঘ) রোমান সভ্যতা (The Roman Civilization): খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে রোমান সভ্যতাকালে ব্যাংক ব্যবস্থা অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এ সময় অর্থ লেনদেনের কিছু নিয়মকানুন সৃষ্টি হয় এবং লেনদেন নিষ্পত্তিতে চেক বা ব্যাংক ড্রাফটের মত দলিলের প্রচলন হয়। সে সময়ে ঋণ দেওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক ঋণদানকারী ব্যাংক (Loan Bank) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়। ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেওয়ার পর চীনারা এর প্রসার ঘটায়।

ঙ) চৈনিক সভ্যতা (The Chinese Civilization): খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে চৈনিক সভ্যতাকালে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। পাশাপাশি ব্যাংক ব্যবস্থাও সুসংগঠিত হয়। সে সময় প্রতিষ্ঠিত 'শান্সী ব্যাংক'কে অনেকেই বিশ্বের প্রথম সংগঠিত ব্যাংক বলে মনে করেন। এই ব্যাংক আমানত সংগ্রহ এবং ঋণদান ছাড়াও মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব পালন করত। মুদ্রা প্রচলনের কারণে ব্যাংকের দায়িত্ব বেড়ে যায়।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি যে, সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের প্রচলন ও ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের আলোকে ব্যাংকের ইতিহাস জানা হলো। এবার আসুন, যুগের ধারাবাহিকতায় ব্যাংকের ইতিহাস সম্পর্কে জেনে নিই।

২। যুগের ধারাবাহিকতায় ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

যুগের ধারাবাহিকতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়নের সাথে সাথে ব্যাংক ব্যবসায়ের উন্নয়ন ঘটেছে। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. প্রাচীন যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ)

- সিন্ধু সভ্যতায় গ্রীস, রোম ও মিসরে মুদ্রার প্রচলন, আমানত সংরক্ষণ, ঋণদান ও বৈদেশিক বিনিময় ইত্যাদির প্রচলন ঘটে।
- ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় উপাসনালয় থেকে ব্যাংকিং-এর প্রচলন ঘটে। অদ্যাবধি এ নিয়মের ভিত্তিতেই ব্যাংকিং ব্যবসা চলে আসছে।
- রোমান সভ্যতায় ঋণ-ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এটির তেমন প্রসার ঘটেনি।
- চৈনিক সভ্যতায় 'শান্সী' ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

খ. মধ্য যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ)

- জনকল্যাণধর্মী উপাসনালয়ের মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রসার ঘটে।
- ইটালি সরকারের প্রচেষ্টায় ১১৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্যাংক অব ভেনিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- জেনেভার বনিকদের যৌথ উদ্যোগে ১১৭৮ খ্রিস্টাব্দে ব্যাংক অব সানজর্জিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- ইটালির সরকারের উদ্যোগে ১৪০১ খ্রিস্টাব্দে ব্যাংক অব বার্সিলোনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- ১৪০৭ খ্রিস্টাব্দে জেনেভাতে ব্যাংক অব জেনোয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গ. আধুনিক যুগ (১৬০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত)

- শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে ব্যাংক অব আমস্টার্ডাম প্রতিষ্ঠা।
- ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে ব্যাংক অব হামবুর্গ প্রতিষ্ঠা।
- ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে সরকারী সনদপ্রাপ্ত ব্যাংক অব সুইডেন প্রতিষ্ঠা।
- ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে সরকারী সনদপ্রাপ্ত ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠা।
- ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় হিন্দুস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাংক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।
- ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে ব্যাংক অব প্রুসিয়া প্রতিষ্ঠা।
- বিভিন্ন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, যেমন ব্যাংক অব ফ্রান্স (১৮০০ সাল), জার্মানির রেইখ ব্যাংক (১৮৭৫), ব্যাংক অব জাপান (১৮৮২), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম (১৯২০) ইত্যাদি।
- বর্তমান সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্থনীতি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা।

এবার আসুন আমরা ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাংকের ক্রমবিকাশের ইতিহাস জেনে নিই।

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

প্রাচীনকাল, মোঘল আমল, ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল এবং বাংলাদেশ আমল– এই পাঁচটি আমলে ব্যাংকের বিবর্তন নিচে আলোচনা করা হলো:

১) প্রাচীনকাল

প্রাচীনকালে ভারতীয় উপমহাদেশে অর্থ ও ঋণের প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে অর্থনীতিবিদ কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' নামক বইয়ে ব্যাংক ব্যবসায়ের আলোচনা করেছেন। মাড়োয়ারী, কাবুলিওয়ালা, মুলতানি, জোদ্দার প্রভৃতি বংশের লোকজন ব্যাংক ব্যবসার প্রচলন ঘটায়। তবে আনুষ্ঠানিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান ছিল না। সুদভিত্তিক ঋণের ব্যবসা এই উপমহাদেশে প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছিল এবং পরে এটি আনুষ্ঠানিকতা লাভ করে।

২) মোঘল আমল

মোঘল আমলে উপমহাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপক প্রসার লাভ করে। ফলে ঢাকা, হুগলী ও মুর্শিদাবাদসহ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্রে অর্থ-ব্যবসায়ীদের শাখা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। মোঘল শাসকরাও এই সকল ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করতো। এ সময়ে মোঘলরা রাজস্ব ও খাজনা মুদ্রার মাধ্যমে আদায় করতেন। হুন্ডি ও বিনিময়পত্র তখন থেকেই প্রচলিত ছিল। বাংলা অঞ্চলের রাজস্ব মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠ পরিবারের মাধ্যমে হুন্ডি করে দিল্লীতে পাঠানো হতো। অতএব বোঝা যায় যে, মোঘল আমলে হুন্ডি ও বিনিময়পত্রের প্রচলন ঘটে।

৩) ব্রিটিশ আমল

ব্রিটিশদের প্রচেষ্টায় ১৭৭০ সালে ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ইউরোপের আদলে 'দ্যা হিন্দুস্থান ব্যাংক' কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি আবার ১৮৩২ সালে বন্ধ হয়ে যায়। হিন্দুস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর বেঙ্গল ব্যাংক (১৭৮৫), জেনারেল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (১৭৮৫), ব্যাংক অব কলকাতা (১৮০৬), ব্যাংক অব বোম্বে (১৮৪০), ব্যাংক অব মাদ্রাজ (১৮৪৩), ইমপেরিয়াল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (১৯২০), রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) (১৯৩৫) ইত্যাদি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪) পাকিস্তান আমল

১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো দেশের জন্ম হয়। পাকিস্তানের একটি প্রদেশ ছিল পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)। ভারত বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাংক ব্যবসায় সংকটের সম্মুখীন হয়। কারণ অধিকাংশ হিন্দু ব্যাংকার পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে যায়। ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে 'দি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়, যার প্রধান কার্যালয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে। ১৯৪৯ সালে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রথম তালিকাভুক্ত ব্যাংক হিসেবে 'দি ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের সাথে সাথে তালিকাভুক্ত ব্যাংকের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের আগ পর্যন্ত এ সংখ্যা ছিল ৩৬। সে সময় দেশীয় মালিকানাধীন দুটো ব্যাংকের নাম ছিল ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ও দি ইষ্টার্ণ ব্যাংকিং করপোরেশন লিমিটেড।

৫) বাংলাদেশ আমল

পাকিস্তান আমলের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'দি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান'-এর ঢাকাস্থ অফিসে স্বাধীন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার এক অধ্যাদেশ বলে ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে দুটি দেশী ও ১০টি পশ্চিম পাকিস্তানী মালিকানাধীন ব্যাংককে জাতীয়করণ করে মোট ৬টি পৃথক সত্তা বিশিষ্ট রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে রূপান্তরিত করে। নিচের ছকে ব্যাংকগুলোর তালিকা দেওয়া হলো।

পুরোনো নাম	জাতীয়করণের পর নতুন নাম
১. ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান ২. প্রিমিয়াম ব্যাংক লিমিটেড ৩. ব্যাংক অব বাহওয়ালপুর লিমিটেড	১. সোনালী ব্যাংক

পুরোনো নাম	জাতীয়করণের পর নতুন নাম
১. হাবিব ব্যাংক লিমিটেড ২. কমার্স ব্যাংক লিমিটেড	২. অগ্রণী ব্যাংক
১. ইউনাইটেড ব্যাংক লিমিটেড ২. ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড	৩. জনতা ব্যাংক
১. মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ ২. স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিঃ ৩. অষ্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক লিঃ	৪. রূপালি ব্যাংক
১. দি ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ	৫. পূবালী ব্যাং
১. দি ইষ্টার্ণ ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিঃ	৬. উত্তরা ব্যাংক

বর্তমানে অনেকগুলো বেসরকারী ও বিদেশী যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক বাংলাদেশে কার্যরত রয়েছে। এছাড়াও, সম্পূর্ণ বিদেশী মালিকানাধীন ব্যাংকের শাখাও রয়েছে বাংলাদেশে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য ব্রিটিশ আমলের ব্যাংক ব্যবস্থার একটি বিবরণ দিন।

সারসংক্ষেপঃ

ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠান (Financial Intermediary) যার কাজ হলো আমানত গ্রহণ করা, ঋণ দেওয়া, ঋণ ও অর্থ সৃষ্টি করা। ব্যাংকের অর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকে সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং বলে। ব্যাংকের কাজ হলো আমানত গ্রহণ, ঋণদান, মুলধন গঠন ও বিনিয়োগ, নোট ও মুদ্রার প্রচলন, বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি, বিনিময় বিলের বাট্টাকরণ, অর্থ স্থানান্তর, মূল্যবান সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন, সরকারের অর্থ ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করা ইত্যাদি। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে সিন্ধু সভ্যতাকালে গ্রীস, রোম ও মিসরে অনানুষ্ঠানিক ব্যাংক ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়, যেখানে আমানত গ্রহণ, ঋণ দেওয়া ও বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় উপাসনালয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। বৈদিক যুগে খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দ থেকে ১০০০ অব্দ পর্যন্ত সময়কালে ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলন থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে রোমান সভ্যতাকালে ব্যাংক ব্যবস্থা অনেকটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দে চৈনিক সভ্যতাকালে ব্যাংক ব্যবস্থা সুসংগঠিত হয়। সে সময় প্রতিষ্ঠিত 'শান্সী ব্যাংক' বিশ্বের প্রথম সংগঠিত ব্যাংক। মধ্যযুগের শেষ দিকে কাগজী নোটের প্রচলন ঘটে এবং দেশ-বিদেশে শাখা ব্যাংক বা প্রতিনিধি নিয়োগের পদ্ধতি চালু হয়। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ সরকার সোনালী, অগ্রণী, রূপালি, জনতা, উত্তরা ও পূবালী ব্যাংক নামে ৬টি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। এগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নামে পরিচিত ছিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

১. অর্থনীতির জীবনীশক্তি হল–

ক. ব্যবসায় খ. সরকার

গ. অর্থনীতিবিদ ঘ. ব্যাংক

২. কিসের কারণে বিনিময় কার্য সহজ হয়-

ক. অর্থ খ. গাড়ি-ঘোড়া

গ. ব্যাংক ঘ. কড়ি-শামুক

৩. আর্থিক মধ্যস্থতাকারী ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ করে কোন্‌টি?

ক. ব্যাংক খ. বীমা কোম্পানী

গ. লিজিং প্রতিষ্ঠান ঘ. ব্যাংকের কর্মচারী

৪. উপাসনালয়ে ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে কোন্ সভ্যতার সময়ে?

ক. চৈনিক সভ্যতা খ. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা

গ. রোমান সভ্যতা ঘ. সিন্ধু সভ্যতা

৫. চৈনিক সভ্যতায় যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নাম কি?

ক. ঋণ ব্যাংক খ. উপাসনালয় ব্যাংক

গ. শান্সী ব্যাংক ঘ. মহাজনী ব্যাংক

৬. কোন্‌টি আধুনিক ব্যাংকের পূর্বসূরী নয়?

ক. ব্যবসায়ী গোষ্ঠী খ. মহাজন শ্রেণি

গ. স্বর্ণকার সম্প্রদায় ঘ. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান

৭. স্বর্ণকার শ্রেণি প্রবর্তিত উত্তোলন চিঠার বর্তমান নাম কী?

ক. উত্তোলন ছাড়পত্র খ. উত্তোলন নির্দেশ

গ. উত্তোলন রশিদ ঘ. উত্তোলন আজ্ঞাপত্র

৮. ব্যাংকের কাজ হলো-

i. আমানত গ্রহণ ii. মুনাফা অর্জন

iii. ঋণ প্রদান

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i, ii ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৯. স্বর্ণকার শ্রেণিকে আধুনি ব্যাংকের পূর্বসূরী বলার কারণ তারা-

i. সুদের ব্যবসায় করতো ii. বিত্তশালী ও সৎ ছিল

iii. অন্যের স্বর্ণালঙ্কার গচ্ছিত রাখতো।

নিচের কোন্‌টি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i, ii ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১.২ ব্যাংকের শ্রেণিবিন্যাস, প্রকৃতি ও কার্যাবলি
Classification, Nature and Functions of Banks

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ব্যাংকের কার্যাবলির বিবরণ দিতে পারবেন।

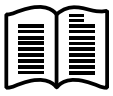

ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Banks)

পাঠ ১-এ আমরা ব্যাংকের ইতিহাস সম্পর্কে জেনেছি। সভ্যতার বিবর্তনে ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। বর্তমানে ব্যাংক ব্যবসা একটি লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। সে কারণে এর মালিকানা, প্রকৃতি ইত্যাদির মধ্যে নানা পরিবর্তন এসেছে। নিচে আমরা বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক নিয়ে আলোচনা করব। ব্যাংকগুলোর মালিকানা, গঠনপ্রণালী ও কাজের ধরনও আলাদা। নিচে এই তিন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাংককে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে দেখানো হলো।

মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Banks on the basis of ownership)

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে মিল রেখে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মালিকানায় ব্যাংক গঠিত হয়েছে। নিচে মালিকানার ভিত্তিতে ব্যাংকের ৪টি শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো।

১। সরকারী ব্যাংক (Government Bank) ঃ সরকার নিজে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কোন ব্যাংক সরকারী মালিকানায় পরিচালিত, সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে ঐ দেশের সরকারী ব্যাংক বলে। সরকারী ব্যাংক সরকারের নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের দেশে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, সোনালী ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ইত্যাদি সরকারী ব্যাংকের উদাহরণ। এ ব্যাংকগুলোর মালিক সরকার নিজে।

২। বেসরকারী ব্যাংক (Private Bank) ঃ ব্যক্তি মালিকানায় বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংককে বেসরকারী ব্যাংক বলে। বেসরকারী ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত হতে হয়। বাংলাদেশে ন্যাশনাল ব্যাংক লিঃ, এবি ব্যাংক লিঃ, ইসলামী ব্যাংক লিঃ, দি সিটি ব্যাংক লিঃ ইত্যাদি বেসরকারি ব্যাংকের উদাহরণ।

৩। যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক (Joint-ownership Bank) ঃ যে ব্যাংক সরকারী ও বেসরকারী যৌথ মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে সরকারী ও বেসরকারী যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক বলে। পূবালী ব্যাংকের ৫১% শেয়ার সরকারী মালিকানায় এবং ৪৯% শেয়ার বেসরকারি মালিকানায় রয়েছে। সুতরাং পূবালী ব্যাংককে একটি যৌথ মালিকানাধীন ব্যাংক বলা যায়।

৪। স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক (Autonomous Bank) ঃ যে ব্যাংক সরকারের বিশেষ আইন বলে গঠিত হয় এবং স্বাধীনভাবে সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক বলে। যেমন- বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক লিঃ, বাংলাদেশ ব্যাংক। এগুলো সরকার গঠন করেছে। কিন্তু পরিচালিত হয় নিজস্ব আইন দ্বারা।

কাজের ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ (Classification on the basis of functions)

অর্থনীতিতে নানা রকম কার্যসম্পাদনের জন্য নানা ধরনের ব্যাংক রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের কাজের ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ নিচে আলোচনা করা হলো।

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank) ঃ যে ব্যাংক দেশের মুদ্রা প্রচলন করে এবং মুদ্রা বাজারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে, তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। বাংলাদেশ ব্যাংক আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

২। বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank) ঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অল্প সুদে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে এবং বেশি সুদে ঐ অর্থ অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়। এ ছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মক্কেলের পক্ষে অর্থ আদায় ও পরিশোধ করে, অর্থ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর ও বিলবাট্টা করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অধীনে পরিচালিত। বাংলাদেশের সোনালী ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক-এর উদাহরণ।

৩। সমবায় ব্যাংক (Cooperative Bank) ঃ সমবায় ব্যাংক 'সমবায় আইনের' আওতায় গঠিত ও পরিচালিত হয়। সমবায় ব্যাংক সদস্যদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত হিসেবে জমা নিয়ে মুলধন গঠন করে এবং সমিতির সদস্যদের অর্থনৈতিক কল্যাণে অল্প সুদে তাদের ঋণ দেয়। সমবায় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের মত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্য পরিচালিত হয় না, বরং সদস্যদের আর্থিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। যেমন, মার্কেন্টাইল কো-অপারেটিভ ব্যাংক লিঃ।

৪। কৃষি ব্যাংক (Agriculture Bank) ঃ কৃষি ব্যাংক দেশের কৃষি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত বিশেষায়িত ব্যাংক। কৃষি ব্যাংকের কাজ হলো কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক, বীজ ইত্যাদি কেনার জন্য ঋণ দেওয়া।

৫। শিল্প ব্যাংক (Industrial Bank) ঃ শিল্প খাতের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে এ ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত হয়। শিল্প ব্যাংকের মূল কাজ হলো শিল্প উদ্যোক্তাদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়া, পরামর্শ দেওয়া ও ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ সম্পাদন করা। বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক লিমিটেড একটি শিল্প ব্যাংক।

৬। বৈদেশিক বিনিময় ব্যাংক (Foreign Exchange Bank) ঃ যে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ সংস্থান এবং বৈদেশিক বিনিময় ও লেনদেন নিষ্পত্তিতে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে বিনিময় ব্যাংক বলে। এ ধরনের ব্যাংক আমদানি ও রপ্তানি প্রতিষ্ঠানগুলোকে বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ঋণ দেয়, তাদের জন্য প্রত্যয়নপত্র ইস্যু করে ও বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণ করে আমদানী-রপ্তানির দেনা-পাওনা পরিশোধে সহায়তা করে।

৭। বিনিয়োগ ব্যাংক (Investment Bank) ঃ দেশের শিল্প খাতে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সরবরাহ করার জন্য যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে বিনিয়োগ ব্যাংক বলে। দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়ার পাশাপাশি এ ধরনের ব্যাংক equity participation অর্থাৎ মূলধন অংশীদারিত্বের মাধ্যমেও শিল্পখাতে অর্থায়ন করে। ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (ICB) বিনিয়োগ ব্যাংকের উদাহরণ।

৮। মার্চেন্ট ব্যাংক (Marchent Bank) ঃ মার্চেন্ট ব্যাংক, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের মোট বিনিয়োগের উপর মার্জিন-ঋণ প্রদান করে। এছাড়াও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেওয়া, মক্কেলের সাথে যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগ করা ও কোম্পানীর শেয়ার / ঋণপত্র ইত্যাদি বিক্রির দায়িত্ব নেওয়াও মার্চেন্ট ব্যাংকের কাজ।

৯। সঞ্চয়ী ব্যাংক (Savings Bank) ঃ সঞ্চয়ী ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট সঞ্চয়গুলোকে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে মুলধন গঠন করে এবং উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করে। সঞ্চয়ী ব্যাংক জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের স্কিম চালু করে। আমাদের দেশে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক সঞ্চয়ী ব্যাংকের উদাহরণ।

১০। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক (Small and Cottage Industries Bank) ঃ দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক বলে। এ ধরনের ব্যাংক ছোট ছোট বিনিয়োগ প্রকল্প তৈরী করা, মূল্যায়ন করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য মেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। দেশের ছোট ছোট শিল্প-কারখানাগুলোর উন্নয়নের উদ্দেশ্য নিয়েই এ জাতীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১১। মাইক্রোক্রেডিট ব্যাংক (Microcredit Bank) ঃ মাইক্রোক্রেডিট ব্যাংক গ্রাম পর্যায়ে মূলত মহিলা সস্যদের নিয়ে একটি গ্রুপ তৈরী করে এবং গ্রুপের সদস্যরা সাপ্তাহিক সঞ্চয় ব্যাংকে জমা করে। জমার পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট অংকে পৌঁছলে নির্ধারিত কিছু ক্ষুদ্র প্রকল্পের জন্য ঋণ দেওয়া হয়। মাইক্রোক্রেডিট ব্যাংক-এর একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, এরূপ ব্যাংক কোন সম্পদের জামানত ছাড়াই ঋণ মঞ্জুর করে। গ্রামীন ব্যাংক মাইক্রোক্রেডিট ব্যাংক-এর উদাহরণ।

১২। আঞ্চলিক ব্যাংক (Regional Bank) ঃ যখন কোন একটি দেশের নয়, বরং কয়েকটি দেশের সমন্বয়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাকে আঞ্চলিক ব্যাংক বলে। এ জাতীয় ব্যাংক তার অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোর বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থের যোগান দেয় । 'এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক' আঞ্চলিক ব্যাংকের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ব্যাংকটি এশীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে ঋণ প্রদান করে।

১৩। আন্তর্জাতিক ব্যাংক (International Bank) ঃ জাতিসংঘ বা অন্য কোনো আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে আন্তর্জাতিক ব্যাংক বলে। 'বিশ্বব্যাংক' (The World Bank) এ ধরনের একটি ব্যাংক।

গঠনপ্রণালীর ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ

গঠপ্রণালীর ভিত্তিতে ব্যাংককে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

১। একক ব্যাংক (Unit Bank) ঃ একক ব্যাংক শুধু একটি অফিসের মাধ্যমে যাবতীয় ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ধরনের ব্যাংকের কোথাও কোন শাখা থাকে না। বাংলাদেশে একক ব্যাংক নেই।

২। শাখা ব্যাংক (Branch Bank) ঃ শাখা ব্যাংক একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের অধীনে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে একই নামে অনেকগুলো শাখা প্রতিষ্ঠা করে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক (বাংলাদেশ ব্যাংক) ব্যতীত সব ব্যাংকই 'শাখা ব্যাংক' প্রতিস্ঠা করে ব্যাংকিঙ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

৩। চেইন ব্যাংক (Chain Bank) ঃ চেইন ব্যাংক ব্যবস্থায় একাধিক ব্যাংক তাদের নিজস্ব মুলধন, কর্মচারী ও স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। চেইন ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হলো, এক জাতীয় ব্যাংকগুলোর মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা কমানো। সাধারণত চেইন ব্যাংকের আওতাধীন ব্যাংকগুলোর পরিচালনা বোর্ডে মালিকানাগত কারণে একই ব্যক্তি বা পরিবারের অংশগ্রহণ দেখা যায়। বাংলাদেশে এ ধরনের ব্যাংক নেই। তবে কয়েকটি ব্যাংক মিলে সিন্ডিকেট করে কোন শিল্পে ঋণ দিতে পারে।

৪। গ্রুপ ব্যাংক (Group Bank) ঃ যখন কোন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজেই কতকগুলো ছোট ছোট ব্যাংক গঠন করে অথবা একাধিক ব্যাংকের অধিকাংশ শেয়ার কিনে নিয়ে তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে, তখন তা গ্রুপ ব্যাংক নামে পরিচিত হয়। এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে হোল্ডিং কোম্পানি এবং সদস্য ছোট ব্যাংকগুলোকে সাবসিডিয়ারী কোম্পানী বলে। অর্থাৎ হোল্ডিং কোম্পানী ও সাবসিডিয়ারী কোম্পানীর সমন্বয়ে গ্রুপ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। মিশ্র ব্যাংক (Mixed Bank) ঃ মিশ্র ব্যাংকিং ব্যবস্থায় আমানত ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং-এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা একই সংগে প্রদান করা হয়। মিশ্র ব্যাংক জনগণের আমানত গ্রহণ করার পর আবার লাভজনক খাতে বিনিয়োগসহ দীর্ঘমেয়াদী ঋণ মঞ্জুর করে। বর্তমানে বাংলাদেশের ব্যাংকিং কার্যক্রমে মিশ্র ব্যাংকিং দ্রুত প্রসার লাভ করছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	৫টি ব্যাংকের বিবরণ খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

দেশের সরকারী মালিকানায় পরিচালিত, সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংককে সরকারী ব্যাংক বলে। ব্যক্তি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ও মালিকানায় গঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাংককে বেসরকারী ব্যাংক বলে। যে ব্যাংক সরকারের বিশেষ আইন বলে ও সংবিধানের বিশেষ অধ্যাদেশের মাধ্যমে গঠিত হয় এবং স্বাধীনভাবে সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে স্বায়ত্তশাসিত ব্যাংক বলে। যে ব্যাংক সরকারী মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণে থেকে সরকারের ব্যাংক হিসেবে দেশের আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন, মুদ্রা বাজারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে, তাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। যে ব্যাংক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে অল্প সুদে জনগণের অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে এবং বেশি সুদে ঐ অর্থ অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। যে ব্যাংক দেশের কৃষি খাতের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে গঠিত ও পরিচালিত হয়, তাকে কৃষি ব্যাংক বলে। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দীর্ঘমেয়াদি মুলধন সরবরাহ করার জন্য যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে বিনিয়োগ ব্যাংক বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক কোন্‌টি?
ক. অগ্রনী খ. রূপালী
গ. জনতা ঘ. সোনালী

২. আমানত হিসিবে গৃহীত অর্থ ব্যাংক কী করে?
ক. নিজের কাছে রেখে দেয় খ. ঋণ দান করে
গ. কর্মচারীদের বেতন দেয় ঘ. ব্যাংকের উন্নয়ন কাজে ব্যবহার করে

৩. কোন্ ধরনের ব্যাংক ব্যবস্থায় চেইন ব্যাংক গড়ে উঠে?
ক. একক ব্যাংক খ. শাখা ব্যাংক
গ. গ্রুপ ব্যাংক ঘ. মিশ্র ব্যাংক

৪. সরকারের আর্থিক নীতি বাস্তবায়ন করে কে?
ক. জনগণ খ. মন্ত্রী
গ. ব্যাংক ঘ. বীমা কোম্পানি

৫. অর্থনীতির বিশেষ কোন দিক নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে কোন ব্যাংক?
ক. মিশ্র ব্যাংক খ. বিনিয়োগ ব্যাংক
গ. বিশেষ ব্যাংক ঘ. বিশেষায়িত ব্যাংক

৬. মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে কী বলে?
ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংক
গ. বিশেষায়িত ব্যাংক ঘ. বিনিয়োগ ব্যাংক

৭. আমানত ব্যাকিং ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং-এর মিশ্রণে গড়ে উঠা ব্যাংক কোন্‌টি?
ক. সমবায় ব্যাংক খ. মিশ্র ব্যাংক
গ. বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ. মার্চেন্ট ব্যাংক

৮. বিনিময় ও বিনিয়োগ ব্যাংকিং এর সংমিশ্রণে গড়ে ওঠে-
ক. বিনিময় ব্যাংক খ. মার্চেন্ট ব্যাংক
গ. সমবায় ব্যাংক ঘ. আমদানি-রপ্তানি ব্যাংক

৯. যে ব্যাংক কোনো সমাজ/সম্প্রদায়ের উন্নয়নে প্রতিষ্ঠিত হয় তাকে বলে-
ক. গোষ্ঠী ব্যাংক খ. সম্প্রদায় ব্যাংক
গ. আঞ্চলিক ব্যাংক ঘ. বিশেষায়িত ব্যাংক

১০. একটি মাত্র অফিসের মাধ্যমে যে ব্যাংক পরিচালিত হয়, তাকে কি বলে?
ক. একক ব্যাংক খ. শাখা ব্যাংক
গ. চেইন ব্যাংক ঘ. গ্রুপ ব্যাংক

১১. শাখা ব্যাংকের সুবিধা হচ্ছে-
i. অধিক আমানত ii. অধিক ব্যয়
iii. বেশি মুনাফা
নিচের কোন্‌টি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i, ii ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১.৩ ব্যাংকের গুরুত্ব
Importance of Bank

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

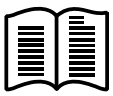

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা (Importance of Bank in Economic Development)

বর্তমান যুগে শুধু বাংলাদেশই নয়, পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশেই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং-এর গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যাংকের সাহায্য ছাড়া বৃহদায়তন ব্যবসা-বাণিজ্য এখন কল্পনাও করা যায় না। ব্যাংক শুধু টাকা-পয়সা দিয়েই ব্যবসা-বাণিজ্যের চাকা সচল রাখে না, উপরন্তু ব্যবসায়ীকে পরামর্শ দিয়েও সাহায্য করে। তাই ব্যাংককে বিশ্ব-বাণিজ্যের দিক-দর্শন যন্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন, সকল দেশের অর্থনীতির জন্য ব্যাংক কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে আসুন, এ গুরুত্বের বিষয়গুলো জেনে নিই–

১) সঞ্চয় সংগ্রহ, মুলধন গঠন ও বিনিয়োগ (Collection of savings, fomation of capital & Investment)ঃ ব্যাংকগুলো বিভিন্নভাবে জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। ফলে সঞ্চিত অর্থ মুলধনে পরিণত হয় এবং ব্যাংক তা কৃষি, শিল্প, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিশেষায়িত ব্যাংকের পাশাপাশি বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও এই দায়িত্ব পালন করে থাকে।

২) ঋণ প্রদান (Issuing Loan) ঃ ব্যাংকগুলো আমানতের একটি অংশ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বড় ব্যবসায়ীদের স্বল্প মেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহযোগিতা করে।

৩) বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি (Creation of medium of exchange) ঃ ব্যাংক বিভিন্ন ধরনের বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে। এতে আর্থিক বিনিময় সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত হয়। যেমন চেক, পে-অর্ডার, ড্রাফ্ট, ক্রেডিট কাড ইত্যাদি হলো বিনিময়ের মাধ্যম। এগুলো ব্যবহার করলে আর্থিক বিনিময় শুধু সহজই হয় না, ঝুঁকিমুক্তও থাকে।

৪) ব্যাংকের বিশেষায়ণ (Specialization of Bank) ঃ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক বহুমুখী বিশেষায়িত সেবা দিয়ে থাকে। যেমন কৃষি ব্যাংক কৃষি খাতের উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দেয় এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক সহজ শর্তে শিল্প ঋণ দিয়ে শিল্পের উন্নয়ন করে।

৫) বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ (Expansion of foreign trade) ঃ ব্যাংক ছাড়া বৈদেশিক লেনদেন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিভিন্ন ব্যাংক নানাবিধ সহযোগিতা প্রদান করে। যেমন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অর্থায়ন, আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনা পরিশোধে সহযোগিতা করা, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ও বৈদেশিক বাজার বিশ্লেষণে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ প্রদান। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর Foreign Exchange Division এ জাতীয় দায়িত্ব পালন করে।

৬) অর্থ স্থানান্তরে সহায়তা (Money transfer) ঃ আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিরাপদে ও দ্রুত অর্থ-স্থানান্তরের মাধ্যমে লেনদেন ও ব্যবসা-বাণিজ্য সহজতর করেছে। বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং এটি আরো সহজ করে দিয়েছে। এ ছাড়া ইন্টারনেট ব্যাংকিং লেনদেন করেছে সহজ ও ঝুঁকিমুক্ত।

৭) কৃষি উন্নয়ন (Agricultural development)ঃ বাংলাদেশ কৃষি-প্রধান দেশ। এক সময় কৃষির উৎপাদন হতো শুধু পারিবারিক ভোগের জন্য। বর্তমানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষি উৎপাদন শুরু হয়েছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্যের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যাংক কৃষকদের বিভিন্ন মেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক একটি বিশেষায়িত ব্যাংক।

৮) শিল্প উন্নয়ন (Industrial development)ঃ বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো শিল্পখাতে ঋণদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক উৎপাদনশীল খাতে দিয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে।

৯) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি (Creation of employment opportunities)ঃ ব্যাংক ব্যবস্থা প্রসারের ফলে উৎপাদনশীল খাতে ব্যাংকের বিনিয়োগ বাড়ছে। এতে দেশে ব্যাপকহারে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে, যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১০) জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন (Development of standard of living)ঃ ব্যাংক বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। ফলে মাথাপিছু আয় বেড়ে যায় এবং জীবন যাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটে। এ ছাড়াও, ব্যাংক ভোগ্য পণ্যের জন্য ঋণ সহায়তা দিয়ে মানুষের জীবনের গুণগতমান উন্নত করে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকগুলো বিশেষ ভূমিকা রাখছে। অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে ব্যাংক ব্যবসায়ের উন্নতির পাশাপাশি সামগ্রিক অর্থনীতি উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য ব্যাংকের ৫টি গুরুত্ব খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপঃ

যে ব্যাংক জনগণের কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত ছোট ছোট সঞ্চয়গুলোকে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে মুলধন গঠন করা এবং উৎপাদনমুখী খাতে বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়, তাকে সঞ্চয়ী ব্যাংক বলে। যে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা করে এবং মক্কেলের পক্ষে প্রত্যয়ন পত্র ইস্যু করে, বৈদেশিক বিনিময় বিলের স্বীকৃতি দেয় এবং লেনদেন নিষ্পত্তি করে, তাকে আমদানি ও রপ্তানি ব্যাংক বলে। দেশের পরিবহন খাতে আর্থিক সুবিধা ও তথ্য পরামর্শ দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে পরিবহন ব্যাংক বলে।
দেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়ার জন্য যে বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ব্যাংক বলে। কোন একটি দেশের নয়, বরং কয়েকটি দেশের সমন্বয়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের অর্থনেতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে আঞ্চলিক ব্যাংক বলে। জাতিসংঘ বা অন্য কোনো আঞ্চলিক সংস্থা কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে আন্তর্জাতিক ব্যাংক বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন্‌টি ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ?
   ক. অর্থ স্থানান্তর খ. তহবিল সংরক্ষণ
   গ. বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন ঘ. আমানত সংগ্রহ ও ঋণদান

২. ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচানাকারীর নাম কি?
   ক. ব্যাংক মালিক খ. ব্যাংকার
   গ. গ্রাহক ঘ. আমানতদার

৩. ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য কী?
   ক. আমানত গ্রহণ খ. মুনাফা অর্জন
   গ. সুনাম অর্জন ঘ. মূলধন গঠন

৪. ব্যাংকের প্রধান কাজ কোন্‌টি?

ক. আমানত গ্রহণ ও ঋণ দান
খ. বিল বাট্টাকরণ
গ. অর্থ স্থানান্তর
ঘ. মূলধন গঠন

৫. 'ব্যাংককে ধার করা অর্থের ধারক বলা হয়', কারণ এটি-

ক. গ্রাহকের আমানতকৃত অর্থ থেকে ঋণ দেয়
খ. ধারকৃত অর্থ ধরে রাখে
গ. গ্রাহকের আমানতের গোপনীয়তা রক্ষা করে
ঘ. গ্রাহকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

পাঠ-১.৪ বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ
Banking System and Controling of Banking System in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার একটি বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ কৌশল সম্পর্কে বলতে পারবেন।

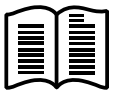

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা (Banking System in Bangladesh)

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বিগত বছরগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে চমক সৃষ্টি করেছে। প্রতি বছর প্রায় ৭%-এর কাছাকাছি হারে প্রবৃদ্ধি ঘটছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ব্যাংকের সংখ্যা। এখন পর্যন্ত ব্যাংক ব্যবস্থায় বড় ধরনের কোন বিপর্যয় ঘটেনি। বাংলাদেশে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার জন্য আধুনিক ব্যাংকের কার্যকর ভূমিকা একান্ত প্রয়োজন। নিচে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা/গুরুত্ব বর্ণনা করা হলোঃ

১. সঞ্চয়ের সৃষ্টিতে উৎসাহ প্রদানঃ বাংলাদেশের জনগণের আয় ক্রমাগত বাড়ছে। কিন্তু বাড়তি আয় সঞ্চয় করার একমাত্র ব্যবস্থা ব্যাংকিং ব্যবস্থা হলেও অনেক গ্রাম এলাকায় ব্যাংকের শাখা ছিল না। বিগত কয়েক বছরে গ্রাম এলাকায় অনেক ব্যাংক-শাখা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত ব্যাংকগুলো জনগণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে জনগণ কিছু কিছু সঞ্চয় করে নিজেদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এতে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

২. মূলধন গঠনঃ ব্যাংক জনগণের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয়গুলোকে বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে সংগ্রহ করে মূলধন গঠনে সাহায্য করে। দিন দিন ব্যাংকের এ ধরনের মূলধনের পরিমাণ বাড়ছে। উল্লেখ্য যে, মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা করে দেওয়ায় বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মূলধন গঠনে আমূল পরিবর্তন এসেছে।

৩. ঋণদানঃ দেশের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির জন্যে ব্যাংক শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনীয় ঋণ দিয়ে থাকে। এতে বাংলাদেশে নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

৪. ঋণ নিয়ন্ত্রণঃ দেশের মুদ্রা বাজারকে সচল রাখার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এতে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকে।

৫. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যঃ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইতোমধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বৈদেশিক শাখার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

৬. অর্থের আদান-প্রদানঃ ব্যাংক বাংলাদেশের একস্থান হতে অন্যস্থানে অর্থ আদান-প্রদানেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং এর প্রচলনের কারণে গ্রামীন অর্থনীতিতে তারল্য বেড়েছে এবং লেনদেনের পরিমাণও বেড়েছে।

৭. শিল্প উন্নয়নঃ ব্যাংক শিল্পের প্রয়োজনীয় পুঁজি সরবরাহ করে এবং প্রযুক্তিগত পরামর্শ প্রদান করে। ফলে বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়ন দ্রুততর হয়। শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় বাংলাদেশ উন্নয়ন ব্যাংক বিশাল ভূমিকা রাখছে।

৮. কৃষির উন্নয়নঃ বাংলাদেশ কৃষি-প্রধান দেশ। এদেশের কৃষি উন্নয়নে ব্যাংক অনন্য ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের প্রয়োজনে ব্যাংক কীটনাশক ঔষধ, সার, বীজ, হালের বলদ, নলকূপ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে। কৃষিব্যাংক কৃষকদের এ ধরনের ঋণ দেয়। এ ছাড়া অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোকেও বাধ্যতামূলকভাবে কৃষি খাতে ঋণ প্রদান করতে হয়।

৯. কৃষি-নির্ভর শিল্পের সম্প্রসারণঃ ব্যাংক কৃষিনির্ভর শিল্প স্থাপন ও উন্নয়নের জন্য মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ দিয়ে থাকে। ব্যাংকগুলো এ ধরনের সেবা প্রদান করে কৃষিশিল্পের প্রভূত উন্নয়ন করছে।

১০. কুটির শিল্পে সাহায্যঃ ব্যাংক দেশের তাঁতী, কামার, কুমার, হস্তশিল্প প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রদান করে। বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় এ ধরনের ঋণের প্রচলন থাকায় কুটির শিল্প খাতের উন্নয়ন হচ্ছে।

১১. বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টিঃ লেনদেন ও টাকার স্থানান্তরের সুবিধার্থে ব্যাংক চেক, ভ্রমণকারীর চেক, পে-অর্ডার, হুন্ডি প্রভৃতি সহজ বিনিময় মাধ্যম সৃষ্টি করে বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রাকে সহজ করে তুলছে।

১২. বৈদেশিক বিনিময়ঃ জনগণের প্রয়োজনে ব্যাংক বৈদেশিক বিনিময় কার্য সম্পাদন করে।

১৩. কর্ম সংস্থানঃ দেশের বেকার লোকদের কর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতেও বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ (Controlling of Banking System in Bangladesh)

বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পুরো দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতে থাকে। তবে এ নিয়ন্ত্রণ প্রচলিত ব্যাংকিং কোম্পানি আইন ১৯৯১ অনুযায়ী হয়ে থাকে। এ ছাড়া বিশেষ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক directive বা আদেশ জারি করে ব্যাংকিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ব্যাংকের পাশাপাশি Non-bank আর্থিক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। এগুলো হলো মূলত: Lending কোম্পানি। যেমন- আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিঃ। Non-bank আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও বাংলাদেশ ব্যাংকের আওতায় নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক সকল ব্যাংক এবং Non-bank আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক তফসিলভুক্ত সকল ব্যাংকের নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য নানা বিধান প্রবর্তন করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক মূলত ব্যাংকিং কোম্পানি আইনের বিভিন্ন ধারা ব্যবহারের মাধ্যমে তফসিলী ব্যাংকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। জেনে রাখা ভালো যে, ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১-এ নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে–

১. ব্যাংকের সংজ্ঞা ও গঠন প্রণালী।
২. ব্যাংকের কাজের আওতা
৩. ব্যাংকের কার্যপ্রণালী
৪. লাইসেন্স পাওয়ার বিধান
৫. তালিকাভুক্তির বিষয়
৬. তালিকাভুক্ত ব্যাংকের দায়-দায়িত্ব
৭. ব্যাংকের মূলধন তহবিল ব্যবস্থাপনা
৮. ব্যাংকের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি
৯. ব্যাংকের বিলোপ সাধনের বিধান

এছাড়াও, ব্যাংকের হিসাব কার্য নিয়ন্ত্রণের জন্য BASEL পদ্ধতিতে ব্যাংকের হিসাবরক্ষণ করার বিধান প্রচলন রয়েছে। আসুন, BASEL সম্পর্কে জেনে নিই।

'ব্যাসেল সম্মতি' (BASEL Accords) হলো একটি আন্তর্জাতিক নির্দেশনা। এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততা নিরূপণ করা হয়। সুইডেনের ব্যাসেলে শহরে পৃথিবীর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধিরা এ নির্দেশনা বা মানদন্ড তৈরি করেছেন। এ পর্যন্ত তিনটি মানদন্ড ঘোষণা করা হয়েছে: ব্যাসেল-১, ব্যাসেল-২ এবং ব্যাসেল-৩।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী আমাদের দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ব্যাসেল সম্মতি মেনে চলতে হয়। ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১৪ সালে একটি রোডম্যাপ তৈরি করে দিয়েছে। ব্যাসেলের মাধ্যমে ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততা (Capital adquacy), ধকল পরীক্ষা (stress testing), তারল্য ঝুঁকি (liquidity risk) ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার জ্ঞান ঝালাই করার জন্য বাংলাদেশে ব্যাংকিং নিয়ন্ত্রণের উপর একটি টিকা খাতায় লিখুন।

সারসংক্ষেপ:

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দিন দিন এর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটছে। প্রতি বছর প্রায় ৭%-এর কাছাকাছি হারে প্রবৃদ্ধি ঘটছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ব্যাংকের সংখ্যা। এখন পর্যন্ত ব্যাংক ব্যবস্থায় বড় ধরনের কোন বিপর্যয় ঘটেনি। বাংলাদেশে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার জন্য আধুনিক ব্যাংকের কার্যকর ভূমিকা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের জনগণের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হওয়ায় জনগণ সঞ্চয় করতে পারেনা। বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের পুরো দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা বাংলাদেশ ব্যাংকের হাতে থাকে। তবে এ নিয়ন্ত্রণ প্রচলিত ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী হয়ে থাকে। এ ছাড়া, বিশেষ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক directive বা আদেশ জারি করে ব্যাংকিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ব্যাংকের পাশাপাশি Non-bank আর্থিক প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোও বাংলাদেশ ব্যাংকের আওতায় নিয়ন্ত্রিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহ কোন্ আইন দ্বারা পরিচালিত?
   ক. ১৯১৩ সালের কোম্পানি আইন
   খ. ১৯৫২ সালের ব্যাংক আইন
   গ. ১৯৮১ সালের ব্যাংক অধ্যাদেশ
   ঘ. ১৯৯১ সালের ব্যাংক কোম্পানি আইন

২. গার্নিশি অর্ডার জারি করে কে?
   ক. পাওনাদার
   খ. গ্রাহক
   গ. ব্যাংক
   ঘ. আদালত

৩. চেক হল এক ধরনের-
   ক. আদেশপত্র
   খ. পাওনা পত্র
   গ. অনুরোধপত্র
   ঘ. প্রত্যয় পত্র

৪. BASEL সম্মতি কি?
   ক. ব্যাংক পরিচালনার মানদণ্ড
   খ. উৎপাদনের মানদন্ড
   গ. ব্যবসায় পরিচালনার মানদন্ড
   ঘ. বিমা কার্যক্রমের মানদন্ড

৫. গার্নিশি অর্ডার কার বরাবর জারি করা হয়?
   ক. ব্যাংকের
   খ. গ্রাহকের
   গ. পাওনাদারের
   ঘ. আদালতের

৬. ২০১৪ সালে কোন্‌টি ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক রোডম্যাপ তৈরি করে দিয়েছে?
   ক. বাসেল-১
   খ. ব্যাসেল-২
   গ. ব্যাসেল-৩
   ঘ. কোনটিই সঠিক নয়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ব্যাংক কাকে বলে?
২. ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৩. ব্যাংক আইনসমূহ কোন আইন দ্বারা পরিচালিত?

খ. রচনামূলক প্রশ্ন:

১. ব্যাংকের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা করুন।
২. ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার বিবরণ দিন।
৩. মালিকানার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকের বর্ণনা দিন।
৪. কাজের ভিত্তিতে ব্যাংকের শ্রেণিবিভাগ করুন।
৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাংকের গুরুত্ব ও বর্ণনা করুন।
৬. বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ বর্ণনা করুন।

গ. সৃজনশীল প্রশ্নাবলী :

১. মামুন মিয়া একজন নিম্নবিত্ত খামারী। সে তার খামারে গরু-ছাগল প্রতিপালন করে। মামুন মিয়া তার খামারের আওতা বৃদ্ধি করতে ইচ্ছুক এবং এ সম্পর্কে পরামর্শ গ্রহণের জন্য স্থানীয় স্কুল শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করেন। স্কুল শিক্ষক

মামুন মিয়াকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের স্থানীয় শাখায় যোগাযোগ করে গরু-ছাগল প্রতিপালনে ঋণ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।

ক. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কোন্ ধরনের ব্যাংক?

খ. কৃষি উন্নয়নে ব্যাংকের অবদান ব্যাখ্যা করুন।

গ. মামুন মিয়া বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক হতে গরু-ছাগল প্রতিপালন ঋণ ব্যতীত অন্য কোন ধরনের ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন? বর্ণনা করুন।

ঘ. স্কুল শিক্ষক কর্তৃক মামুন মিয়াকে বাণিজ্যিক ব্যাংকে যোগাযোগ করার পরিবর্তে কৃষি ব্যাংকে যোগাযোগের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করুন।

২. জনাব ইলিয়াস দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। সম্প্রতি তিনি বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যক্রম শুরু করেন। বৈদেশিক লেনদেনসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে জনাব ইলিয়াস রেইনবো ব্যাংকের সাহায্য গ্রহণ করেন।

ক. বাণিজ্যিক ব্যাংক কাকে বলে?

খ. বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যাংকের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

গ. কার্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী রেইনবো ব্যাংক কোন্ ধরনের ব্যাংক? বর্ণনা করুন।

ঘ. জনাব ইলিয়াসের রেইনবো ব্যাংকের নিকট হতে সহায়তা গ্রহণের যথার্থতা মূল্যায়ন করুন।

৩. পলাশ মিয়া একজন দরিদ্র শ্রমিক। ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে পলাশ মিয়া তার গ্রামের অন্যান্য দরিদ্র লোকদের সাথে নিয়ে একটি গ্রুপ গঠন করে। সপ্তাহে তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিমাণ টাকা সঞ্চয় করে মধুমিতা ব্যাংকে জমা রাখে। পলাশ মিয়া এবং তার গ্রুপ আশা করছে যে, কয়েক মাস পর তারা বড় অঙ্কের ঋণ সুবিধা পাবে যা তাদের আর্থিক উন্নয়নে ভুমিকা রাখবে।

ক. শাখা ব্যাংক কি?

খ. ব্যাংকের তালিকাভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করুন।

গ. উদ্দীপকের মধুমিতা ব্যাংক কোন। ধরনের ব্যাংক? বর্ণনা করুন।

ঘ. গ্রামের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মধুমিতা ব্যাংকের ভুমিকা বিশ্লেষণ করুন।

৪. ড. সাহাদত হোসেন বিগত ১০ বছর ধরে গবেষণা করার পর এক ধরনের হারবাল ঔষধ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। ঔষধটি দুরারোগ্য ব্যাধি নির্মুলে খুবই কার্যকর। ঔষধটি তৈরির প্রক্রিয়া যাতে চুরি হয়ে না যায়, তার জন্য ড. সাহাদত হোসেন ঔষধটির গবেষণা সংক্রান্ত যাবতীয় মূল্যবান নথিপত্র সানন্দা ব্যাংকের নিকট জমা রাখেন।

ক. স্কুল ব্যাংক কী?

খ. ব্যাংকের কাঠামোভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করুন।

গ. সানন্দা ব্যাংকের সাথে ড. সাহাদত হোসেনের কী ধরনের ব্যাংকিং সম্পর্ক রয়েছে? বর্ণনা করুন।

ঘ. ড. সাহাদত হোসেন কর্তৃক সানন্দা ব্যাংকে নথিপত্র জমা রাখার কারণ কী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

৫. জনাব লিয়াকত ভ্রমণের জন্য মালেয়শিয়া যান। ভ্রমণের পূর্বে তিনি স্থানীয় এডিফাইস ব্যাংক হতে ভ্রমণকারীর চেক সংগ্রহ করেন। মালয়েশিয়া যাবার পর তিনি আর্থিক সংকটে পড়েন। গ্রাহক পরিচয় দিয়ে জনাব লিয়াকত এডিফাইস ব্যাংকের নিকট পরামর্শ ও সাহায্য আশা করেন। কিন্তু এডিফাইস ব্যাংক জনাব লিয়াকতকে তাদের গ্রাহক হিসেবে অস্বীকৃতি জানান।

ক. গ্রাহক কাকে বলে?

খ. ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি থাকা জরুরি? ব্যাখ্যা দিন।

গ. গ্রাহক সেবা পাবার জন্য জনাব লিয়াকতের কোন কাজটি করা উচিত ছিল? বর্ণনা করুন।

ঘ. এডিফাইস ব্যাংক কর্তৃক জনাব লিয়াকতকে গ্রাহক হিসেবে স্বীকৃতি না জানানোর কারণ কী? মতামত দিন।

৬. জনাব হোসেন আলী ব্যাংক হিসাব খোলার নিমিত্তে মধুমিতা ব্যাংকে যোগাযোগ করেন। মধুমিতা বাংকের কর্মকর্তা জনাব হোসেন আলীকে বলেন, এই ব্যাংকে সাধারণ মানুষের হিসাব খোলা হয় না; ব্যাংকটি দেশের মুদ্রাবাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি জনাব হোসেন আলীকে সারসী ব্যাংকে যোগাযোগ করতে বলেন, যার প্রধান কাজ হচ্ছে ঋণ প্রদান এবং আমানত গ্রহণ করা।
ক. ভোক্তা ব্যাংক কী?
খ. একক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।
গ. মধুমিতা ব্যাংক কোন্ ধরনের ব্যাংক? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. সারসী ব্যাংকটি মধুমিতা ব্যাংকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়- উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণটির যথার্থতা বক্তব্য করুন।

৭. কিছুদিন পূর্বে জনাব ফারুক Nevada ব্যাংকে একটি হিসাব খোলেন। তিনি তার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে চট্টগ্রামে কিছু অর্থ লেনদেন করতে ব্যাংকে যান। তখন জানতে পারেন যে, সারাদেশে Nevada ব্যাংকের অন্য কোনো শাখা নেই এবং Nevada ব্যাংকের কার্যক্রম এবং আওতা খুবই সীমিত।
ক. মিশ্র ব্যাংক কী?
খ. শাখা ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।
গ. সংগঠন কাঠামোর ভিত্তিতে Nevada ব্যাংককে কোন্ ধরনের ব্যাংক বলে অভিহিত করা যায়? বর্ণনা করুন।
ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীততিতে Nevada ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু? বিশ্লেষণ করুন।

৮. জনাব মামুনের নিকট জনাব মাসুদের ১,০০,০০০ টাকা পাওনা আছে। জনাব মামুন দুই-তিন বার এই টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। জনাব মাসুদ আদালতের নিকট উপস্থিত হলে, আদালত জনাব মামুনের ব্যাংক হিসাবের ওপর স্থগিতাদেশ প্রদান করেন। ঐ আদেশ অনুযায়ী জনাব মামুন তার হিসাবে সর্বনিম্ন ১,০০,০০০ টাকা রেখে বাকি অংশ দিয়ে লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবে।
ক. গ্রুপ ব্যাংক কী?
খ. কোন অবস্থায় ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে? ব্যাখ্যা দিন।
গ. আদালত কর্তৃক জনাব মামুনের ওপর দেয়া আদেশকে কি বলে অভিহিত করা হয়? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. আদালত কর্তৃক জনাব মামুনের ওপর দেয়া আদেশের যথার্থতা মূল্যায়ন করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ :	১.ঘ	২.গ	৩.ক	৪.খ	৫.গ	৬.ঘ	৭.গ	৮.ঘ	৯.গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ :	১.ঘ	২.খ	৩.ক	৪.গ	৫.ঘ	৬.ক	৭.খ	৮.খ	৯.গ	১০.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ :	১.ঘ	২.ক	৩.খ	৪.ক	৫.ক					
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৪ :	১.ঘ	২.ঘ	৩.ঘ	৪.ক	৫.ক	৬.গ				